সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

মরক্কোর মারাকাশে সংবাদ সম্মেলনে সুশীল সমাজের দাবি

বিশ্বকে বাঁচাতে মারাকাশ জলবায়ু সম্মেলনে সর্বোচ্চ কার্বন উদগীরণ বছর (Temperature Peaking Year) সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে

মারাকাশ, মরক্কো, ৮ নভেম্বর ২০১৬। আজ মরক্কোর মারাকাশে জলবায়ু বিপন্ন ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর কয়েকটি অধিকার ভিত্তিক নাগরিক সমাজ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন থেকে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (কপ ২২) থেকে কার্বন উদগীরনকারী দেশগুলোর জন্য কার্বন উদগীরন কমানোর জন্য সুনির্দিষ্ট বছর নির্ধারণ করে দেওয়ার দাবি উত্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, প্যারিস চুক্তি অনুযায়ী একটি দেশ কোন বছরকে সর্বোচ্চ কার্বন উদগীরণের বছর ধরবে, অর্থাৎ কোন বছর থেকে তার কার্বন উদগীরণ ক্রমান্বয়ে কমবে তা ঘোষণা করার কথা। প্যারিস চুক্তিতে 'যত দ্রুত সম্ভব' কথাটি বলা হলেও অনেক দেশ ২০৩০ সাল থেকে কার্বন উদগীরণ কমানোর ঘোষণা করেছে।

ক্যাম্পেইন ফর সাসটেইনেবল রুরাল লাইভলিহুডের জিয়াউল হক মুক্তার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকদের পক্ষ থেকে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন একই সংস্থার শারমিন্দ নিলমী, ক্লাইমেট একশন নেটওয়ার্ক সাউথ এশিয়ার সঞ্জয় ভাহসিস্ট এবং ইক্যুইটি এন্ড জাস্টিস ওয়ার্কিং গ্রুপ বাংলাদেশ (ইক্যুইটিবিডি)-এর রেজাউল করিম চৌধুরী।

আয়োজকরা বলেন, বর্তমানে বিভিন্ন দেশ তাদের স্ব উদ্যোগে কার্বন কমানোর যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে (Nationally Determined Contribution) তাতে বিশ্বের তাপমাত্রা ৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। এটি প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য ২ বা ১.৫ ডিগ্রির চেয়ে অনেক বেশি। সঞ্জয় ভাহসিস্ট বলেন, এটি হলে অতি বিপদাপন্ন ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য মহা বিপর্যয় ঘটবে। সকল দেশ, বিশেষ করে ধনী দেশগুলোর কার্বন কমানোর লক্ষ্যমাত্রা আরও বাড়াতে হবে।

শারমিন্দ নিলমী বলেন, প্যারিস চুক্তির যত দ্রুত সম্ভব কথাটিকে মারাকাশে সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে এবং সেটাকে হতে হবে জলবায়ু পরিস্থিতি মোকাবেলায় সক্ষমতা এবং সাধারণ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বের (Common but differentiated Responsibilities) ভিত্তিতে।

অয়োজকদের পক্ষ থেকে কার্বন উদগীরনের সর্বোচ্চ বছর নির্ধারণের কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করা হয়। তারা ধনী দেশগুলোর জন্য ২০২০ সাল, চীন ও ভারতের মতো বেশি কার্বন উদগীরণ কারী দেশের জন্য ২০২৫ সাল, উন্নয়নশীল-স্বলোপন্নত দেশগুলোর জন্য ২০৩৫ সালকে নির্ধারণের প্রস্তাব করেন।

রেজাউল করিম চৌধরী বলে, মারাকাশ জলবায়ু সম্মেলনকে লস এন্ড ড্যামেজ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা, বিশেষ করে ওয়ারশ ইমপ্লিমেন্টেশন ম্যাকানিজমের আলোকে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে দিতে ধনীদেশগুলোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের জন্য অতিরিক্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তিনি ওয়ারশ ম্যাকানিজমে জলবায়ু উদ্বাস্ত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করারও দাবি করেন।

জিয়াউল হক মুক্তা বলেন, ২০২০ সালথেকে প্রতি বছর জলবায়ু অর্থায়নে যে ১০০ বিলিয়ন ডলার তহবিল সংগ্রহের কথা রয়েছে, তার একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ মারাকেশ থেকে আসতে হবে। জলবায়ু অর্থায়নকে হতে হবে সাধারণ আর্থিক সহায়তা বা সহযোগিতার অতিরিক্ত। জলবায়ুর অর্থায়নেরবেলায় অভিযোজন এবং প্রশমন সমান হারে গুরুত্ব পেতে হবে।

বার্তা প্রেরক
রেজাউল করিমচৌধুরী,মোবাইল: ০১৭১১৫২৯৭৯২, মারাকাশ মোবাইল +২১২৬৫৩৬৮৭০৫৪